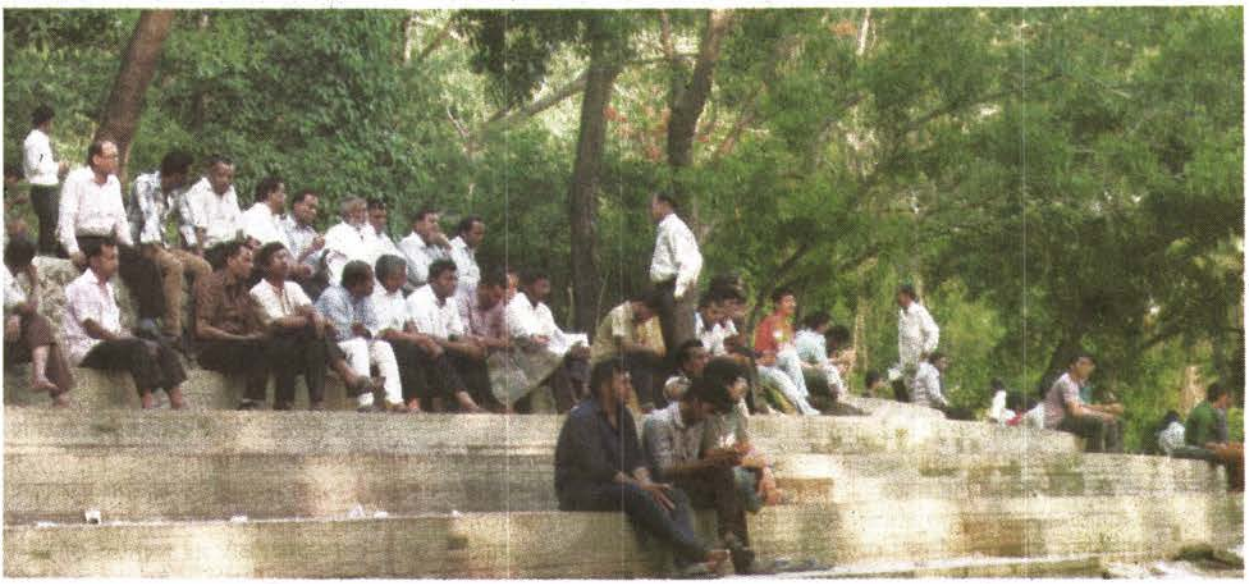

গোধূলিতে ডিসি হিলে

● হুমায়ূন আজম রেওয়াজ

ঐতিহ্য আর আধুনিকতায় চট্টগ্রাম দেশের অন্যতম প্রধান শহর। বাণিজ্যিক রাজধানী, দ্বিতীয় রাজধানী এমন সম্বোধনও অত্যুক্তি মনে হয় না। পাহাড় সমুদ্র মিলে চট্টগ্রাম বিচিত্র্য সৌন্দর্যের লীলাভূমি, কিন্তু ক্রমশ মেট্রোপলিটন নগরী হয়ে ওঠা চট্টগ্রামে আড্ডার জায়গা কোথায়? পতেঙ্গা সি বিচ তো শহরের একপ্রান্তে, ফ'য়স লেক এখন আর উন্মুক্ত নয়, প্রবেশমূল্যও নেহায়েৎ কম নয়। বুদ্ধ পূর্ণিমার ছুটি প্রায় মাটি হয়ে যাচ্ছিল। হ্যাঁ, বুদ্ধ পূর্ণিমা মনে হতেই মনের কোণে উঁকি দিল বৌদ্ধ মন্দির সংলগ্ন নজরুল স্কোয়ার যেটা ডিসি হিল নামেই সমধিক পরিচিত। বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে বৌদ্ধ মন্দিরে ধর্মীয় উৎসব আর ডিসি হিলের সন্ধ্যার আড্ডা এ যেন এক ঢিলে দুই পাখি মারা!

দুপুর গড়িয়ে বিকেল নামার আগেই পৌঁছলাম ডিসি হিলের প্রবেশ তোরণে, প্রবেশদ্বারের দুপাশের দেয়ালে কবি নজরুলের কবিতা এবং নজরুলকে নিবেদিত কবিতার মূর্যালে চোখ আটকে গেল। বসতো না মন পড়া লেখায়/ বসতো না মন কাজে/ উদাস মনে অধীর হয়ে। হাঁটতো সকাল সাঁঝে। ডিসি হিলে যারা আসে তাদের মনেও যেন কবি নজরুলের বাউণ্ডুলেপনা ভর করে। পড়তে ইচ্ছে হলো না কাজে মন বসল না তাহলে একটু বেরিয়ে আসা যাক না! আর সকাল সাঁঝের হাঁটাহাঁটি? প্রাতঃভ্রমণের জন্য দলবেঁধে আসেন নানান বয়সী নারীপুরুষ।

বিকেল শুরু হয়েছে কিন্তু রোদের তেজ কমছেই না। তাই গেটে দাঁড়ানো গেল না বেশিক্ষণ। ভেতরে ঢুকতেই ছায়াশীতল অন্য জগৎ। সামনেই তো সেই বিশাল শিরীষ গাছ। চট্টগ্রামবাসীর নব বর্ষ বরণের সাক্ষী এই সুবিশাল তরুবর। শিরীষতলা চট্টগ্রামের সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। যত বড় উৎসব আয়োজন তার অধিকাংশই হয় এই প্রবীণ বৃক্ষছায়ায়।

রোদের তাপে কেউ আসেনি এখনো। তবে পাওয়া গেল নতুন কিছু দর্শনার্থী, বৌদ্ধ মন্দিরে এসেছেন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে। রাঙ্গামাটির শিমুল চাকমা ও তার পরিবার বৌদ্ধমন্দিরে এলেই ডিসি হিলে দুদণ্ড ঘুরে যান। যানজট আর অট্টালিকার ভিড়ে এই এক টুকরো সবুজ চট্টগ্রামবাসীর অবকাশ যাপনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যার দিকে ধাবিত সূর্যের বিপরীতে জনসমাগম বাড়তে থাকে। চা বাদামওয়ালারা যেন হঠাৎ সচল হয়ে ওঠে। এখানে সেখানে টুকরো ভিড়। অদূরে ডিসির বাংলোর সামনের গ্যালারিতে জনাত্রিশেক মধ্যবয়সী লোক বসে আছে। সামনে একজন বক্তৃতার ঢঙে কিছু বলছেন। কাছে গিয়ে কথা বললাম তাদের একজনের সঙ্গে, হ্যাঁ আমার অনুমান সত্যি, মিটিং হচ্ছে। বয়স্ক বক্তা সলজ্জ হেসে বললেন এটা আমাদের এলাকাভিত্তিক সংগঠন। নামটা প্রকাশ করতে চাইলেন না। জানা গেল মাঝে মধ্যেই পুনর্মিলনীর মতো আড্ডার আয়োজন করেন তারা। হল রুম ভাড়া করা খরচের ব্যাপার আর তা এতটাই আনুষ্ঠানিক হয়ে পড়ে যে আড্ডাটাই হয় না, তাই এই সবুজের ছায়ায় তাদের পুনর্মিলনীর কিংবা আড্ডার আসর বসে এমন কোনো ছুটির দিনে। তাদের আড্ডা কতটা ঘরোয়া তা প্রমাণ করতে একজন স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনালেন। যাইহোক তাদের আড্ডায় অনাহূত হয়ে বেশিক্ষণ থাকলাম না।

নজরুল মঞ্চকে গ্যালারি বানিয়ে সামনের ফাঁকা জায়গাটার পাশাপাশি চলছে ফুটবল ও ক্রিকেট! সামনে ফুটবল বিশ্বকাপ আর সদ্য সমাপ্ত ক্রিকেট বিশ্বকাপ দুইয়ের প্রভাবই এই ক্ষুদ্রায়তনে এক ঝাঁক অদম্য কিশোরকে খেলায় নামিয়েছে। ডিসি হিল এমনি বৈচিত্র্যের আধার, ছুটির দিন বলেই আজ অনিয়মিত দর্শনার্থীর ভিড় বেশি, চেনামুখ বলতে ওই চা আর বাদামওয়ালাই। না, আরেকজন মানুষ আছে। বেশ চেনা, সবার চেনা, আবদুল হামিদ বয়াতী ঘুরছেন একটা জীর্ণ স্বরাজ হাতে। বাড়ি তার

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়াতী এই পার্কের নিত্যসঙ্গী। গত দশ বছর নিয়ম করে আসেন আর গান শোনান দর্শকদের, কখনো দর্শনী মেলে সামান্য। ও দিয়েই দিন চলে তার। নিরঞ্জন সাহা একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। তিনি হামিদ বয়াতীর ভক্ত। রোজ এলে তিনি বয়াতীকে খুঁজে ফেরেন আর তার গান শোনেন। তো হামিদ বয়াতীকে ঘিরেই আড্ডা জমে গেল। অদূরে এক তরুণ কাঁধে বেহালা নিয়ে আনমনে হাঁটছিল। হামিদ বয়াতী তাকে ডেকে নেন। চেয়ে নেন বেহালাখানি। আনমনে সুর তোলেন বেহালায়, বেহালার মালিক পার্থ। একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। মূলত আড্ডা দিতেই এদিকে আসা, কাজের ব্যস্ততা, দুঃসহ গরম, যানজট পেছনে ফেলে হামিদ বয়াতীর বেহালা বাদনে প্রবিষ্ট হই আমরা। পার্থর অনুরোধে বয়াতী তার স্বরাজখানি তুলে নেন। মাথা ভাঙা, প্লাস্টিক মোড়ানো কদাকার যন্ত্রখানি বয়াতীর অঙ্গুলিস্পর্শে এতটা সুমধুর ধ্বনি করে উঠল যে সবাই মুগ্ধ। স্বরাজের সুরে সুরে গান ধরলেন বয়াতী। প্রেমের জ্বালা এমন জ্বালা সকলে বোঝে না...। হামিদ বয়াতীর প্রেম এই বেহালা। স্বরাজ, দোতারা আর মাইজভাণ্ডারি গান। বলতে বলতে স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েন বয়াতী। চার বছর আগে শেষবার বেহালা বাজিয়েছেন। কোনো এক শিষ্যকে উপহার দিয়ে দিয়েছিলেন শখের বেহালা। তিনি আছেন তার ভাঙা স্বরাজ আর উদার কণ্ঠ নিয়ে। নাহ্ বয়াতীকে বেশিক্ষণ আটকে রাখা গেল না। সামান্য দর্শনী জুটল তার। বয়াতী ছুটল অন্য জটলার খোঁজে। গানের রেশ কাটতেই কথা হলো দর্শকদের সঙ্গে। ইমন পড়ছে নগরীর প্রিমিয়াম ইউনিভার্সিটিতে, রায়হান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আর পার্থ সিটি কলেজে। সবার বাসা আশপাশেই। প্রায় বিকেলেই আড্ডা দেন এখানে। ডিসি হিল কেন? এর উত্তর বেশ গুছিয়ে বলল পার্থ। পার্থ চট্টগ্রামেরই ছেলে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে জড়িত। ডিসি হিল তাই তার উৎসবের মাঠ। পহেলা বৈশাখ, বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবসের নানা আয়োজনে অংশগ্রহণ করেছে। অন্য আট-দশজন সংস্কৃতিকর্মীর মতো পার্থর কাছেও ডিসি হিল চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক চর্চার প্রাণকেন্দ্র। পার্থ যেন বিতর্ক উসকে দিল। সাম্প্রতিক সময়ে ডিসি হিলের আধুনিকায়ন নিয়ে তুমুল বিতর্ক চলছে। ডিসি হিল থেকে জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনারের বাসভবন সরিয়ে নিতে সংস্কৃতি কর্মীরা জোর দাবি জানিয়ে আসছে। ডিসি হিল আধুনিকায়ন প্রকল্প সম্প্রতি বাতিল হয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই ডিসি হিলের কোনো আড্ডায় এই বিষয়টি আলোচিত হচ্ছে।

আমাদের আড্ডায় আরো কিছু মানুষ যুক্ত হলো। পরিচিত কেউ নয় তবে পরিচিত বিষয় শুনে কথা বললেন একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। বেশ রসিক মানুষ শফিক হাসান। ডিসি হিলের প্রতি তার ভালবাসার কথা ব্যক্ত করে বললেন দৈনন্দিন কাজের ভিড়ে এই একটুখানি নিরিবিলি আড্ডা না হলে বাঁচি কেমন করে। নগরজীবনের দুঃসহ চাপে আমরা ক্রমশ বুড়িয়ে যাচ্ছি। ডিসি হিলের আড্ডা প্রাণসঞ্জীবনী। নিজের মাথার কলপ দেয়া কালো চুল দেখিয়ে রসিকতা করেন শফিক হাসান। গর্ব করে জানালেন বয়স উনসত্তর, সবার চোখে বিস্ময়। শফিক সাহেব বেশ গর্বের হাসি হাসলেন। বলেন আড্ডা বয়স কমিয়ে দেয়। আর প্রকৃতির সান্নিধ্য মানুষকে বরাবরই তরুণ রাখে। শফিক হাসান শখের বশে গান লিখেন। মনের আনন্দেই গেয়ে ওঠেন, 'ভালোবাসার সবুজ আহ্বান থাকবে চিরদিন'। গান শেষে সলজ্জ হাসি। এর মানে গানটি তার স্বরচিত।

অবতারণা করে। দর্শনার্থীরা এসব অংশে হেঁটে বেড়াতে ভালবাসেন। কেউ হয়তো একটি গোলাপ বা ক্যাকটাস কিনে নেন। দুই সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার বাসভবনের কারণে ডিসি হিলের নিরাপত্তা দেয়াল বেশ কঠিন। অবাঞ্ছিত আড্ডা সাধারণত জমে না তাই। তবে সম্প্রতি রাত নয়টার পর পার্কে অবস্থান নিষিদ্ধ করা নিয়ে আড্ডাবাজদের ক্ষোভ রয়েছে। নজরুল মঞ্চের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো জমে ওঠে সন্ধ্যার পর। এমন নিয়ম চালু হলে ডিসি হিল তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হারাবে এমন আশঙ্কা পার্কের বেড়াতে আসা চট্টগ্রাম কলেজ ছাত্র রায়হানের।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। ভিড় কমছে না তবে

> ডিসি হিল বৈচিত্র্যের আধার, ছুটির দিন বলেই আজ অনিয়মিত দর্শনার্থীর ভিড় বেশি, চেনামুখ বলতে ওই চা আর বাদামওয়ালাই। না, আরেকজন মানুষ আছে। বেশ চেনা, সবার চেনা, আবদুল হামিদ বয়াতী ঘুরছেন একটা জীর্ণ স্বরাজ হাতে। বাড়ি তার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়াতী এই পার্কের নিত্যসঙ্গী

গানের টানে ভিড় জমে গেছে এবং ভিড়ের টানে চায়ের ফ্লাস্ক ও তার মালিক হাজির। একপ্রস্থ চা পরিবেশন হয়ে গেল। আড্ডারই একজন বয়স্ক ভদ্রলোক চায়ের বিল মেটালেন। দুয়েকজন অংশীদার হতে চাইলে মৃদু হেসে ফিরিয়ে দিলেন। বাহ কি এক বাঁধনে জড়িয়ে পড়ল সবাই।

আড্ডা তো এমনই। আড্ডা থেকে বন্ধু হয়। তৈরি হয় আরেকটি সামাজিক সম্পর্ক। এমন বিনি সুতোর সম্পর্কের ওপরই তো সমাজ টিকে থাকে। সুশীল আড্ডা সমাজকে বাঁচিয়ে রাখে। ডিসি হিলের গ্যালারি আর সবুজ ঘাসে নানান চিন্তার নানান বয়সী আড্ডাবাজদের আড্ডা বসে। ডিসি হিলের দুপ্রান্তেই আছে নার্সারি। নার্সারির কচি-কোমল গাছের চারার সারি অন্যরকম দৃশ্যের ভিড়ের মানুষগুলো বদলাচ্ছে। একটু পরেই পূর্ণিমার চাঁদ মুখ তুলবে আকাশে। ডিসি হিলের বয়সী শিরীষ, কড়াইয়ের পাতার ফোকর গলে জ্যোৎস্না নামছে। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে নির্ভার গল্পে ডুবে যাবে মানুষগুলো। অদূরে একদল যুবক গেয়ে উঠল সেই তুমি কেন অচেনা হলে...। পূর্ণিমার আলোয় ভীষণ মায়াবি আর অচেনা হয়ে উঠছে ডিসি হিল। সেই মুগ্ধতা এড়িয়ে যখন ফিরছি তখন আরেক জটলায় হামিদ বয়াতীর স্বরাজ্যের রিনিঝিনি বেজে উঠল। আড্ডা জমছে। কানে যেন বারবার বাজছে 'ভালোবাসার সবুজ আহ্বান থাকবে চিরদিন'। আড্ডার আহ্বান তো চিরসবুজই। ডিসি হিল সবুজ থাকুক মানুষের ভালোলাগায় ভালবাসায়। ■